সংবাদ

তারিখ ২৮ MAR 2013

বাউফল দাশপাড়া সর. প্রা. বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষিকার ১৫টি অনিয়মের সত্যতা পেলেও নির্বিকার কর্তৃপক্ষ

প্রতিনিধি, বাউফল (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার উত্তর দাশপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে একই বিদ্যালয়ের ছয় সহকারী শিক্ষক গতকাল বুধবার লিখিত অভিযোগ করেন। এর আগে ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরণসহ ১৫টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, অভিভাবক ও এক সহকারী শিক্ষক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সরেজমিন তদন্ত করে সত্যতা পেলেও সরকারদলীয় এক প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহানারা বেগম (৫৩) অভিযোগ করেছেন, ২০১২ সালের ১ অক্টোবর প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরণের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যে তাকে বেত্রাঘাত করে এবং অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। এ ঘটনায় তিনি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেন। পরে এ ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। কিন্তু ওই প্রধান শিক্ষক সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতা হুইপ আ স ম ফিরোজের আত্মীয় হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়নি। এ কারণে কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষোভ ও অভিমান করে অবসরে যাওয়ার সাত বছর আগেই তিনি চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি চাকরি ছেড়ে দেন।

এক জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ছেড়ে দেন চাকরি

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষক বলেন, শাহানারা অনেক সিনিয়র হওয়ার পরও তাকে মারধর করেছেন ওই প্রধান শিক্ষক। বিচার না পেয়ে তিনি অবসরে যাওয়ার সাত বছর আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। সবেও অশালীন আচরণ করেন। তার অধীনে চাকরি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রতিকার চেয়ে তারা ছয় শিক্ষক যৌথভাবে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পঞ্চম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী বলেন, প্রধান শিক্ষিকার আচরণ খুব খারাপ। তিনি সকল শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

নাজমা আক্তার নামে এক অভিভাবক বলেন, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকায় পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। তিনি শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রধান শিক্ষককে বদলির দাবি করেন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলতাফ উদ্দিন মৃধা বলেন, পরিচালনা কমিটির সকল সদস্য ও অভিভাবকরা ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরণসহ ১৫টি অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে লিখিত অভিযোগ দিলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ কারণে ওই প্রধান শিক্ষক বর্তমানে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা করেন না। শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আরও বেশি খারাপ আচরণ করছেন।

এ অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষক রেহেনা বেগম বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, অভিভাবক ও সহকারী শিক্ষকরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

অভিযোগ স্বীকার করে, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুখলেছুর রহমান বলেন, ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছয় সহকারী শিক্ষকের অভিযোগ পেয়েছেন। এর আগেও ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ পেয়েছেন বলে তিনি জানান। এসব অভিযোগের তদন্ত হয়েছে। শীঘ্রই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।